আ – মরি বাংলা ভাষা

কবি অতুল প্রসাদ সেন বাংলাদেশের তথা বিশ্বের আপামর বাংলাভাষাভাষীদের মধ্যে ক্ষনজন্মা এক প্রবাদ পুরুষ যিনি "মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা" গানের গীতিকার, সূরকার ও আদি গায়ক। যাঁর হৃদয় উথাড় করা ভালবাসার জলচ্ছাসে প্লাবিত হয়েছিল আমাদের সকল বাঙ্গালীর হৃদয়।

১৯৫২ সনের ভাষা আন্দলনে রফিক, শফিক, জব্বার, সালাম, বরকত রাজপথে তাদের বুকের রক্ত ঢেলে অতুল প্রসাদের গানের মর্মার্থকে দিয়ে গেছেন এক ঐতিহাসিক রূপ। আর তারই ফলশ্রুতিতে রক্তস্নাত বাংলাদেশের জন্ম এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে হয়েছে সার্বজনীন স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত।

অতুল প্রসাদ সেন জন্ম গ্রহন করেন ১৮৭১ সালে ঢাকায়, আর তাঁর জম্মের ঠিক একশত বছর পর ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ, যে ভুখন্ডের সন্তানেরা বক্ষে ধারন করে আছে "মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলাভাষা।"

বাংলা কাব্য সংগীতের আধুনিক যুগকে অতুল প্রসাদ নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। বাবা রাম প্রসাদ সেন ছিলেন কবি, গায়ক ও ভক্ত। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে মাতামহ ভক্তি-গিতী রচয়িতা ও গায়ক কালী নারায়ন গূপ্তের আশ্রয়ে তিনি প্রতিপালিত হন। মাতামহের অনুপ্রেরনাতেই মূলত তিনি সংগীত জগতে পর্দাপন করেছিলেন।

দেশাত্মবোধক গানে কবি অতুল প্রসাদ সেন গভীর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। রাগ সংগীতের ঢঙ ও বাংলা লোক সংগীতের চাল উভয়ই তিনি সমান দক্ষতায় ব্যাবহার করেছিলেন তাঁর সৃষ্ঠ দেশাত্মবোধক গান গুলিতে।

লন্ডন থেকে ব্যরিষ্টার হয়ে ফিরে এসে তিনি কিছুদিন কলকাতায় এবং পরে রংপুরে আইন ব্যবসা করেন। এরপর তিনি লখ্নৌ যান এবং সেখানে প্রভুত খ্যতীর সাথে আইনজিবী হিসেবে ব্যবসা করেন। আইন পেশার পাশাপাশি তিনি অবিরাম সংগীত চর্চা করে গেছেন। কর্মব্যস্ত ও বেদনাদগ্ধ জীবনে সংগীতই ছিল তাঁর প্রিয়তম অবলম্বন। প্রানের গভীরতম আকুতিটি তিনি তাঁর গানে গানে রেখে গেছেন। গায়ক হিসেবেও তাঁর সুখ্যতী ছিল ঈর্ষনীয়।

১৯৩৪ সালে বাংলা গানের জগতের এ কালপুরুষ ও বাংলাভাষার গৌরবোজ্জল স্বকীয়তার স্বপ্নদ্রষ্টা ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে স্বর্গবাসী হন। কিন্তু আপামর বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য

রেখে যান শ্বাশ্বত উদ্দিপনার এক ছন্দ "মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা"। বাউল সুরে গ্রোথিত এ গানটি বাংলায় মার্তৃভাষা প্রীতির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। আজ অবধি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর সম-মূল্যায়ন কোন 'ভাষা প্রেম' গান রচিত হয়নি।

ভাষা আন্দোলনের আসন্ন অগ্নীঝরা ফাগুন মাসে সকল ভাষা শহীদ এবং এ গানের রচয়িতার প্রতি রইল আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

কর্নফুলী'র স্মরন